যুগান্তর

তারিখ ... 11 OCT 2002
পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৭

এইচএসসির বিপর্যয় রোধে কয়েকটি সুপারিশ

২০০২-এর এইচএসসি পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। সাতটি বোর্ডের গড় পাসের হার ২৭.০৮%। তার মধ্যে কুমিল্লা ও রাজশাহী বোর্ডের সবচেয়ে শোচনীয় যথাক্রমে ১৭.১৩% এবং ১৮.১৮% অর্থাৎ অকৃতকার্যের হার সারাদেশে ৭৩% এবং কুমিল্লা ও রাজশাহী বোর্ডে ৮৩% ও ৮২%।

এখন জনমনে প্রশ্ন. যে পরীক্ষায় ফেলের হার ৮২% ও ৮৩% সেই পরীক্ষা আদৌ এত ঘটা করে গ্রহণের দরকার আছে কি? গত ৪/৫টি বছর ধরে এইচএসসি পরীক্ষায় এমন ফল বিপর্যয় হয়ে আসছে। শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন. এটি একটি শুভ লক্ষণ। আমাদের মতে এমন ফলাফল আদৌ কোন শুভ লক্ষণ নয়। তাই কালবিলম্ব না করে চরম বিপর্যয় ও টর্নেডো আসার আগেই কতিপয় সুপারিশ সুবিবেচনার জন্য সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ জানাচ্ছি।

যেসব ছাত্রছাত্রী ২/১টি বিষয়ে অল্পের জন্য অকৃতকার্য হয়েছে তাদের প্রয়োজনে ২০/২৫ নম্বর গ্রেস দিয়ে ডিভিশনসহ পাসের ব্যবস্থা করা হোক– যাতে তারা ভর্তির প্রতিযোগিতা করতে পারে। ২/১ মাসের মধ্যেই এসব বিষয়ের সিলেবাস অনুযায়ী প্রশ্ন করে পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করে লাখ লাখ পরিবারকে মানসিক শান্তি ও হাহাকার থেকে পরিত্রাণ দেয়া হোক। ২/১টি সাবজেক্টে অকৃতকার্য ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তি বা সরকারি সিদ্ধান্তের মাধ্যমে (পরবর্তী সময়ে পাসের শর্তে) উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ দেয়া হোক। বর্তমান সরকারের স্লোগান– 'মেয়েদের এইচএসসি পর্যন্ত শিক্ষার দায়িত্ব আপনার– আর খরচের দায়িত্ব সরকারের' যা প্রশংসার দাবিদার। এখানে প্রশ্ন– মেয়েরা যে সুযোগ পাবে ছেলেরা তা পাবে না কেন? এরকম বৈষম্যনীতি পরিহার করা উচিত। দেশের সব উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসনসংখ্যা প্রায় দুই লাখ। পাস করেছে এক লাখ বিশ হাজার। ফলে আসন খালি থাকবে প্রায় এক লাখ। এর ফলে কয়েক হাজার কলেজ ভর্তির জন্য ছাত্র না পেয়ে বন্ধের উপক্রম হবে। তাই পরিশেষে লাখ লাখ ছাত্রছাত্রীসহ তাদের পরিবারকে এই মানসিক অশান্তি ও বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার হস্তক্ষেপ কামনা করছি।

সামছুল আলম, আদিতমারী. লালমনিরহাট